রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২২, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭/২০ জুলাই ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৪৫–মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সহধর্মিণী লায়লা আরজুমান্দ বানু গত ২৯ জুন ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

২। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সহধর্মিণী লায়লা আরজুমান্দ বানুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৯ আষাঢ় ১৪২৭/১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৯ আষাঢ় ১৪২৭
ঢাকা: ----------
১৩ জুলাই ২০২০

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সহধর্মিণী লায়লা আরজুমান্দ বানু গত ২৯ জুন ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। উল্লেখ্য, উক্ত মরণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মন্ত্রী এবং তাঁর সহধর্মিণী উভয়েই ১৩ জুন ২০২০ তারিখে সিএমএইচে ভর্তি হয়েছিলেন। মন্ত্রী সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরলেও তাঁর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন।

লায়লা আরজুমান্দ বানু ১৯৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি গাজীপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালের ১৬ এপ্রিল তিনি জনাব আকম মোজাম্মেল হকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী হিসাবে মিসেস লায়লা আরজুমান্দ বানু তাঁকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনাচরণে আজীবন অনুপ্রেরণা ও সমর্থন যুগিয়েছেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে লায়লা আরজুমান্দ বানু শিক্ষকতা পেশায় তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। ব্যক্তিজীবনে মিসেস লায়লা আরজুমান্দ বানু ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সহমর্মী, জনদরদী, সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন। তাঁর মমতাময়ী আচার-আচরণ ছিল অতুলনীয়।

পারিবারিক জীবনে লায়লা আরজুমান্দ বানু ছিলেন দুই কন্যা এবং এক পুত্র সন্তানের জননী। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই কন্যা, এক পুত্র এবং ৬ নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মন্ত্রিসভা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দ বানুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd